কয়েকজন মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জনাব মশিয়ুর রহমান দেশের এক জন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯২৪ সালের ৯ই জুলাই রংপুর জেলার ডিমলা থানার খগাখড়িবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ওই পদে বহাল ছিলেন।

তিনি ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তার আগে তিনি ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

জনাব মশিয়ুর রহমান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরিষদে বিরোধী দলের সহকারী নেতা হন। বিরোধী দলের সহকারী নেতা থাকাকালে ১৯৬৩ সালে তাঁকে আইউব শাহী গ্রেফতার করে। জনাব রহমান ১৯৬৫ সালে পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে আইউব শাহী বিরোধী গণ-আন্দোলনের সময় মওলানা ভাসানীর আহ্বানে তিনি পরিষদ সদস্যপদে ইস্তফা দেন। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে ইয়াহিয়া সরকারের আমলে তিনি পাঞ্জাবের তোবাটেকসিং এ আবার কারাবরণ করেন। লায়ালপুরে তাঁর বিচার হয় এবং তিনি সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

জনাব মশিয়ুর রহমান ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, ন্যাপের মাত্র এক দফা দাবী আছে এবং তা হল পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ।

পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার পর জনাব রহমান ভারতে চলে যান এবং সেখানে তৎকালীন ভারত সরকার তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করলে তিনি ভারত [illegible] পালিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে আসেন। তাঁকে সেখান থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেফতার [illegible]

[illegible] স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় [illegible] মনোবল বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে মুজিব সরকার তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে সুপ্রিমকোর্ট তার পক্ষে রায় দিলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং ১৯৭৫ সালের ২৪শে আগস্ট তিনি মুক্তি-লাভ করেন।

মওলানা ভাসানীর ইন্তেকালের পর ১৯৭৭ সালে জনাব মশিয়ুর রহমান বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

জনাব মশিয়ুর রহমান একজন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। গত ২৪ বছরে তিনি জনসাধারণ ও দেশের স্বার্থে বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

জনাব মশিয়ুর রহমান মরহুম ওসমান গনি ও আলহাজ্ব এ বেগমের সন্তান। তিনি মিসেস সাবেরা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের পাঁচজন পুত্র ও ৬ জন কন্যা সন্তান রয়েছে।

শাহ আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য শাহ মোঃ আজিজুর রহমান ১৯২৫ সালে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র এডভোকেট। সর্বাধিক ভোট পেয়ে তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সাল থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সহকারী নেতা ও আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন। এর আগে ১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৪৫-৪৭ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্ব আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইরান, জর্দান, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড সফর করেন।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষা বলতে ও লিখতে পারেন। বইপত্র পড়া তাঁর প্রধান হবি।

ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯২৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী ঢাকার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।

স্নাতক উপাধি লাভের পর ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি প্রথম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এ্যাডজুট্যান্ট কোয়ার্টার মাস্টার ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৪তম ডিভিশনের জিওসির এডিসি ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ইউওটিসি ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার।

ক্যাপ্টেন হালিম ১৯৬২ সালে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং ইপিআইডিসির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদে কাজ করেন। ১৯৬৬ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্যাপ্টেন হালিম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন ঢাকার 'এরিয়া কমান্ডার'।

তাঁর অনেক রকম হবির মধ্যে অশ্ব ও রাইফেল চালনা উল্লেখযোগ্য।

রসরাজ মণ্ডল

শ্রী রসরাজ মন্ডল ১৯১৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

ভারত বিভাগের আগে তিনি অখিল বঙ্গ ও আসাম নমশূদ্র সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এছাড়া ওই সময়ে তিনি নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের ফেডারেশনেরও একজন সদস্য ছিলেন।

ভারত বিভক্তির আগে শ্রী রসরাজ মন্ডল অখিল ভারত তফসিলী ফেডারেশনের বঙ্গ প্রাদেশিক শাখার বিকল্প সেক্রেটারী ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন, তিনি পূর্ব বঙ্গ তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশনের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ছিলেন।

১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ও ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী পর্যন্ত তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৫৬-৫৭ সালে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ সফর করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রী রসরাজ মন্ডল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অঙ্গ দল বাংলাদেশ তফসিলী ফেডারেশনের আহ্বায়ক ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ

কাজী জাফর আহমদ ১৯৪০ সালে কুমিল্লা জেলার চিওড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি দলের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ১৯৭২-৭৪ সালে তিনি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

কাজী জাফর আহমদ ১৯৬৬ সালে টঙ্গী শিল্প এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন এবং এ জন্যে তাকে ১৯৭০ সালে এক সামরিক আদালতে তার অনুপস্থিতিতে সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।

ছাত্র জীবনে কাজী জাফর আহমদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতির সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদকসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

কাজী জাফর আহমদ ১৯৭৭ সালে জনগণতান্ত্রিক কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত জুচে ভাবধারার (স্বনির্ভরতা) ওপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও ভিয়েতনাম সফর করেন এবং সম্প্রতি জুচে ভাবধারার ওপর আয়োজিত টোকিও সেমিনারে অংশ নেন।

কাজী জাফর আহমদ সাপ্তাহিক 'নয়া যুগের' সম্পাদক।

এসএ বারী এটি

জনাব এস এ বারী এটি ১৯২৭ সালে দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দিনাজপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী।

জনাব বারী ছাত্র জীবনে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি। এবং ১৯৫৫-৫৭ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (এপসু) সাধারণ সম্পাদক। তিনি ১৯৫৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন।

তিনি বর্তমানে দিনাজপুর বার সমিতির সেক্রেটারী।

তিনি খেলাধুলা ও নাটকে বিশেষ আগ্রহী।

ডঃ আমিনা রহমান

ডঃ আমিনা রহমান একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত আণবিক গবেষণাগার ব্রুক হাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীর সহযোগী বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে সিনিয়র লেকচারার পদে যোগ দেন। কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর স্বীয় গবেষণা কাজে মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। তার প্রচেষ্টা সফল হয়।

তিনি ঢাকা নগরীতে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান। বাংলা মাধ্যম কিন্ডার গার্টেন (লিটল এঞ্জেলস স্কুল) স্কুল হচ্ছে এসব স্কুলের একটি বাংলাদেশে এধরনের স্কুল এইই প্রথম। আজিমপুর কলোনীর ৬০০ ছাত্রছাত্রী এতে পড়াশোনা করে। অপর একটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল হচ্ছে ধানমন্ডীর 'কিশলয়'।

ডঃ আমিনা রহমান কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে ছিলেন। তিনি হলিক্রস কলেজসহ বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত।

তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংগঠনের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান

অতীতে তিনি বিভিন্ন দেশে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। পাকিস্তানী যুগে তিনি একটি মহিলা প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসেবে চীন সফরে যান এবং দুবার ইউনেস্কো প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীলংকা সফর করেন ও এডিনবরায় বিশ্ব মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন।

মিসেস আমিনা রহমানের স্বামী জনাব শফিকুর রহমান একজন প্রখ্যাত প্রকৌশলী এবং সরকারের প্রধান প্রকৌশলী এবং পরে পূর্ত দফতরের সচিব ছিলেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

মীর্জা গোলাম হাফিজ ১৯২০ সালে দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রী লাভ করেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ শৈশব থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি আসামের ডিব্রুগড়ে যান এবং কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নায়েব-সালার-ই-সুবা ছিলেন।

জনাব হাফিজ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান নাগরিক অধিকার লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারা বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এর জন্য দুবারই তিনি গ্রেফতার হন। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী মীর্জা গোলাম হাফিজ পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং দু বার ছিলেন নিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ১৯৭৩ সালে তিনি সুপ্রিমকোর্ট বার সমিতির সভাপতি ছিলেন।

মীর্জা হাফিজ একাধিক সামাজিক ও আইন সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য। ১৯৭৬ সালে জনাব হাফিজ ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে রমনা লায়ন ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিসর, মালাগাসি, উত্তর কোরিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ সফর করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণ-সংহতি সম্মেলনেও তিনি যোগ দেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ শিক্ষা পরিদফতরের এডিপিআই ডঃ মিসেস আবেদা হাফিজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

ওবায়দুর রহমান

জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান ১৯৪০ সালের ৫ই মে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ পাস করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৬৩-৬৫ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন।

জনাব ওবায়দুর রহমান ১৯৬৬ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি ওই দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৭৩ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ডাক, তার ও টেলিফোন দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি আইয়ুব সরকারের সময় ৬ বছর রাজবন্দী ছিলেন।

তিনি আফগানিস্তান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

আবদুল আলীম

সাবেক এমপিএ ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল আলিম ১৯৩০ সালে পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার পান্ডুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বর্তমানে জয়পুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান। তিনি ১৯৬৫ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও জয়পুরহাট স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জয়পুরহাট ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

জনাব আবদুল আলিম ১৯৪৬-৪৭ সালে হুগলি মহসিন কলেজ মুসলিম ছাত্রলীগের সেক্রেটারী এবং মুসলীম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের জেলা কমিটির নায়েব সালার ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সৌদী আরব, লেবানন জর্দান, সিরিয়া, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর সফর করেন।

তিনি চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা।

হাবিবুল্লাহ খান

জনাব হাবিবুল্লাহ খান ১৯৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার রসুলল্লাহবাদের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ঢাকা, আলীগড় ও লন্ডনে শিক্ষা প্রাপ্ত জনাব খান ১৯৫৮ সালে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জেনারেল মোটর করপোরেশনের করাচী প্ল্যান্টে চাকরি জীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ, যা এদেশের একমাত্র মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে জনাব খান গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি গজফর হাবীবও পাকিস্তান রেমিংটন র‍্যান্ডেরও পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর চট্টগ্রামে গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয় এবং তার নামকরণ হয় প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। জনাব খান হন তার প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ১৯৭৬ সালে তিনি ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে যোগদান করেন এবং নাভানা লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জনাব হাবিবুল্লাহ খান বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে সফর করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে এ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট কোর্স সহ বহু কোর্স ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

জনাব খান খেলাধুলা ও সামাজিক কাজে বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি একজন সক্রিয় রোটারিয়ান। তিনি চট্টগ্রাম ও রমনা রোটারী ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু লাভ করেন।

জনাব হাবিবুল্লাহ খান অর্থনীতিবিদ সালমা খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

আবদুর রহমান

জনাব আবদুর রহমান ১৯২০ সালের ২রা আগস্ট টাঙ্গাইলের ছিটকা বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ১৯৩৮ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন।

১৯৪৬ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন।

তিনি ভাষা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি টাঙ্গাইল জেলা ন্যাপ (ভাসানী) এর সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে তিনি ন্যাপ-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষক সমিতিরও আহ্বায়ক।

একজন সমাজকল্যাণ কর্মী হিসেবে জনাব আবদুর রহমান বিশেষভাবে পরিচিত।

তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও সভাপতিও সেক্রেটারী।

তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র এবং চার কন্যা সন্তানের পিতা।